খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI

# খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

www.khaborsojasuji.com

Vol-2 ● Issue- 6 ● Bardhaman ● 30 August, 2024 ● Rs. 2.00 ( Four Pages ) ● Mobile - 9434566498

## এক নজরে

● স্কুলের বাইরে শিক্ষা দপ্তরের অনুষ্ঠান ছাড়া পড়ুয়াদের অংশগ্রহণ নয়। স্কুল পড়ুয়াদের প্রতিবাদ, মিটিং মিছিলে নিষেধাজ্ঞা রাজ্য সরকারের। আরজি কর কান্ডে পড়ুয়াদের প্রতিবাদ আটকাতেই কি রাজ্য সরকারের এই নির্দেশ,উঠছে প্রশ্ন।

● দেশে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা বাড়ায় উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,চিঠি লিখলেন প্রধানমন্ত্রীকে। ফাস্ট ট্রাক কোর্ট গঠন করে ১৫ দিনের মধ্যে বিচার করে দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিদিন সারাদেশে ৯০ টি করে ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে বলে চিঠিতে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

● বর্ধমানের নান্দুরে আদিবাসী তরুণী খুনের ঘটনার কিনারা করল পুলিশ। খুনের দশ দিনের মাথায় পাঁশকুড়া থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম অজয় টুডু।

● বোনাস বাড়ল সিভিক ভলেন্টিয়ারদের। এবছর সিভিক ভলেন্টিয়াররা ৬০০০ টাকা করে পুজোর বোনাস পাবেন। গতবছর ৫৩০০ টাকা ছিল, এবছর আরও ৭০০ টাকা বাড়ল।

● খবর সোজাসুজি'র খবরের জেরে নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। ধনেখালি ব্লকের গুড়াপ থানার অন্তর্গত ভাস্তারার উত্তর অভিরামপুর বারাসাত পাড়া ১১ নং রাস্তার ধারে বিপদজনক অবস্থায় হেলে পড়া ইলেকট্রিক পোল সোজা করে দিল ইলেকট্রিক দপ্তর।

● আরজি কর কান্ডের প্রতিবাদে সোস্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে যদি কেউ পুলিশি হয়রানির শিকার হন তাকে আইনি সহায়তা দিয়ে পাশে থাকার বার্তা দিলেন শুভেন্দু অধিকারী।

● আরজি কর কান্ডে সন্দীপ ঘোষ এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারকেও হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করুক সিবিআই, সোস্যাল মিডিয়ায় বিস্ফোরক পোস্ট তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায়ের।

● পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরের ভারুচাগ্রামে মনসা পুজোয়

**(এরপর চারের পাতায়)**

আরজি কর কান্ডে দোষীদের ফাঁসির দাবিতে এবং রাম-বাম চক্রান্তের বিরুদ্ধে ধনেখালির ফিডার রোড থেকে বেলমুড়ি স্টেশন পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল তৃণমূলের।সিবিআইকে চেপে ধর,জাস্টিস ফর আরজি কর, স্লোগানে কেঁপে উঠল ধনেখালি।

## পুলিশ তুমি চিন্তা করো,তোমার মেয়েও হচ্ছে বড়, স্লোগানে মুখরিত ধনেখালি

নিজস্ব প্রতিবেদন - আরজি কর কান্ডে ন্যায় বিচারের দাবিতে এবং কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তার দাবিতে ধনেখালি বাজার হয়ে সিনেমা তলা পার হয়ে হারুপুর দিয়ে ধনেখালি বিডিও অফিসে এসে প্রতিবাদ মিছিলটি শেষ হয়।মিছিলে

ধনেখালিতে প্রতিবাদ মিছিল আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের। গত বৃহস্পতিবার ২২ আগষ্ট ধনেখালি বাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিল শুরু হয়ে আশা ও অঙ্গনওয়াড়িকর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।মিছিল থেকে উঠল স্লোগান,''পুলিশ তুমি চিন্তা করো,তোমার মেয়েও হচ্ছে বড়।''

আরজি কর কান্ডের প্রতিবাদে হুগলির সুগন্ধ্যায় বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ''আমি কি বড় হয়ে রাতে বেরোতে পারবো না ?'' লেখা পোস্টার হাতে সামিল ক্ষুদেরাও।

## বর্ধমানে অনুষ্ঠিত হল তিন দিন ব্যাপী আঙ্গিক ভিত্তিক লোকশিল্পীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন - রাজ্য লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি দপ্তরের আয়োজনে এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় বর্ধমান কঙ্কালেশ্বরী কালী বাড়ি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল তিন দিন ব্যাপী আঙ্গিক ভিত্তিক লোকশিল্পীদের কর্মশালা।কীর্তন ও শ্রীখোল লোক আঙ্গিকের উপরে এই কর্মশালা আয়োজিত হয়।জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে মোট ৫০ জন লোকশিল্পী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পীযুষ কান্তি বিশ্বাস ও মনিদীপা মজুমদার।এক মনোরম পরিবেশে এই কর্মশালার আয়োজনে খুশি লোকশিল্পীরা।এই ধরনের কর্মশালায় সুযোগ পেয়ে খুশি শিল্পীরা।১৬ আগষ্ট শুরু হয় এই কর্মশালা,শেষ হয় ১৮ আগষ্ট। এই তিনদিন এই কর্মশালা থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন শিল্পীরা।এটা শিল্পীদের মান উন্নয়নে সাহায্য করবে বলে সকলের মত।কর্মশালা শেষে শিল্পীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।লোক শিল্পীদের মান উন্নয়নে ও বাংলার সাংস্কৃতির উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনেক কাজ করে চলেছেন। সরকারের এই অভিনব উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন জেলার শিল্পীরা ও সাংস্কৃতিক সমাজ।অনুষ্ঠান স্থলে বৃদ্ধাশ্রমের বৃদ্ধ বৃদ্ধরা কীর্তন ও শ্রীখোলের অনুষ্ঠান দেখতে ভিড় করেন।এই রকম অনুষ্ঠান দেখে খুশি সকলেই।মন্দির প্রাঙ্গণে কীর্তন দিয়ে শেষ হয় অনুষ্ঠান।

আরজি কর কান্ডে যুক্ত দোষীদের ফাঁসির দাবিতে অসীমা পাত্রের নেতৃত্বে ধনেখালি বাসস্ট্যান্ডে তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ।

খবর সোজাসুজি
Volume-2 ● Issue- 6 ● 30 August, 2024

# মৃত্যু নিয়েও রাজনীতি !

মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে হাইজ্যাক করতে অনেকেই এখন মাঠে নেমে পড়েছেন। মৃত্যু নিয়েও রাজনীতি করছেন অনেকে। ন্যায় বিচারের থেকে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগটাই যেন বেশি জরুরি তাদের কাছে। ন্যায় বিচার মূল দাবি নয়, দফা এক দাবি এক মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ - এই দাবিতেই সোচ্চার বিজেপি। যেকোনো ভাবে চেয়ার দখলের মরিয়া চেষ্টাই তাদের মূল লক্ষ্য। আরজি করে নৃশংস খুন ও ধর্ষণ কান্ডে ন্যায় বিচারের দাবিতে সাধারণ মানুষ যখন সোচ্চার, সাধারণ মানুষের সেই আন্দোলনের কাঁধে ভর করে কিছু মানুষ এখন ঘুরে দাঁড়াতে চাইছেন। কিন্তু তারা হয়তো ভুলে যাচ্ছেন যেসব সাধারণ মানুষ আরজি কর কান্ডে পথে নেমেছেন তাদের লড়াই অন্যায়ের বিরুদ্ধে,ন্যায় বিচারের দাবিতে,সরকারের বিরুদ্ধে নয়। আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে দোষীরা যাতে উপযুক্ত শাস্তি পায় সেটাই সিভিল সোসাইটির লক্ষ্য, সরকার ফেলার জন্য তাদের আন্দোলন নয়। আর তদন্ত ভার তো এখন সিবিআইয়ের হাতে। রাজ্য সরকারের ইচ্ছা থাকলেও এখন আর উপায় নেই। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রীও তো দোষীদের ফাঁসি চাইছেন। কিন্তু রাজনীতি বড় বালাই। তদন্ত করছে সিবিআই, আর অভিযান হচ্ছে নবান্নে, সিজিও কমপ্লেক্সে নয় ! ভাবুন তাহলে মৃত্যু নিয়ে কেমন রাজনীতি হচ্ছে। আর যারা সাধারণ মানুষের এই আন্দোলনের কাঁধে ভর করে রাতারাতি নবান্নের চোদ্দ তলায় বসার দিবাস্বপ্ন দেখছেন তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। বাংলার মানুষ এত বোকা নন। হাথরস, মনিপুর,দিল্লি,উন্নাও, গুজরাট,সিঙ্গুর,কামদুনি অনেক কিছুই বাংলার মানুষ দেখেছেন।তাই জেনে বুঝে কেউ খাল কেটে কুমির আনার মতো বোকামি করবেন বলে মনে হয় না। আবার যারা লক্ষ্মীর ভান্ডার চাই না, পুজোর অনুদান চাই না বলে সোস্যাল মিডিয়ায় গলা ফাটাচ্ছেন তারা নিশ্চিত ভাবে রাজনীতি করার জন্যই এসব কথা বলছেন। লক্ষ্মীর ভান্ডার আর পুজোর অনুদানের সাথে ন্যায় বিচারের কি সম্পর্ক আছে তা বোধগম্য নয়। লক্ষ্মীর ভান্ডার যারা চাই না বলছেন তাদের হয়তো মাসে হাজার/বারোশো টাকা দরকার নাও হতে পারে, কিন্তু বাংলার অধিকাংশ মা বোনের কাছে লক্ষীর ভান্ডারের ঐ হাজার/বারোশো টাকাই আশীর্বাদ স্বরুপ, একথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ হবে। তাই এখন কোনো রাজনীতি করার সময় নয়। একটাই দাবি উঠুক সর্বত্র, দ্রুত তদন্ত শেষ করুক সিবিআই। প্রকাশ্যে আসুক সত্য। ন্যায় বিচার পাক তিলোত্তমা। মাথা ছোট হোক বা বড়, দোষীরা যেন কেউ ছাড় না পায়। বিরোধী নেত্রী মমতা ব্যানার্জি আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির মধ্যে এখন আকাশ পাতাল তফাৎ। আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই যার জন্ম তিনিই আজ সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে দমানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। কিন্তু মনে রাখবেন, মানুষ আপনাকে ভোট দিয়েছে বলে এই নয় যে মানুষ আপনাকে রাজনৈতিক দাসখত লিখে দিয়েছে। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে দমানোর জন্য যত ধমকাবেন, চমকাবেন, আন্দোলনের ঝাঁঝও তত বাড়বে বলেই মনে হয়। তাই সাধারণ মানুষের আন্দোলনকে দমানোর জন্য ধমকানো চমকানো বন্ধ করুন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কেউ যেন অযথা পুলিশি হয়রানির শিকার না হন তা নিশ্চিত করুন। কারণ মত প্রকাশের অধিকার সকলের আছে। এটাই গণতন্ত্র। আর যারা ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছে তাদের রাজনৈতিক ভাবে মোকাবেলা করুন, পুলিশ প্রশাসনের ভয় দেখিয়ে নয়। বিরুদ্ধ মত মানেই বিরুদ্ধাচরণ নয়। বিরুদ্ধ মতকেও সম্মান দিন। আমিই সব বা আমিই ঠিক - এই অহং বোধ থেকে বের হয়ে এসে সাধারণ মানুষের হৃদয়ে কান পাতুন। দোষ ত্রুটি থাকলে শুধরে নিয়ে আইনের শাসন কায়েম করুন, শাসকের আইন নয়। দল আর সরকারকে গুলিয়ে ফেলবেন না। মানুষ অনেক আশা করে ভোট দিয়েছে,মানুষের আশা ভরসার মর্যাদা দিন। ন্যায় বিচারের দাবিতে সাধারণ মানুষ আন্দোলন করছে মানে এই নয় যে তারা আপনার শত্রু। তাদের ভাবাবেগকে গুরুত্ব দিন।সুনিশ্চিত করুন নারীদের নিরাপত্তা। এমন কোনো কাজ করবেন না যেন মানুষের মনে হয় আপনি দোষীদের আড়াল করার চেষ্টা করছেন। রক্ত চক্ষু নয়,আপনারাও মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের পাশে দাঁড়ান,ঝান্ডা সরিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের সঙ্গে ন্যায় বিচারের দাবিতে পথে নামুন। তাহলে দেখবেন মানুষও আপনাদেরকে আরও আপন করে নেবে।আর সর্বোপরি সাধারণ মানুষ তো সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে না,ন্যায় বিচারের দাবিতে আন্দোলন করছে,তাহলে আপনার এত ভয় কিসের ? আপনিও তো ন্যায় বিচারের দাবিতে রাজপথে মিছিল করছেন,তাহলে একই দাবিতে সাধারণ মানুষ মিছিল করলে দোষ কোথায় ? সবার দাবিই যখন এক তাহলে সাধারণ মানুষকে আপনার প্রতিপক্ষ ভাবছেন কেন ?

# সংকটে শিক্ষা ও শিক্ষক সংকট

পার্থ পাল

শহর বর্তমানে গ্রামের থেকে সব ক্ষেত্রেই এগিয়ে। পিছিয়ে কেবল একটি ক্ষেত্রেই- সরকারি স্কুলের অবস্থায়। একের পর এক সরকারপোষিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের ঝাঁপ বন্ধ হচ্ছে সেখানে। কারণ ছাত্র-ছাত্রী নেই। কেন নেই ? অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের পাঠাচ্ছেন অ-সরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে। তাঁরা বুঝেছেন, মাতৃভাষার শুকনো পাত্রে কর্মসংস্থানের চিঁড়ে ভিজবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁরা বুঝলেও, জনগণ চাইলেও কর্তারা বুঝতে চাইছেন না। তাই সরকারি স্কুলে ইংরেজি মাধ্যমে পঠনপাঠনের সূচনা হচ্ছে ঢিমে তালে। এবং সেই তালে তাল মিলিয়ে গুরুত্ব হারাচ্ছে সরকারপোষিত স্কুলগুলি এবং তার শিক্ষকরাও।

'উৎসশ্রী' প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে বহু শিক্ষকই গ্রামের স্কুল থেকে চলে গেছেন শহরের স্কুলে। আবার উল্টোদিকে করোনা অতিমারি পরবর্তী সময়ে বিপুল হারে শিক্ষার্থী কমেছে ওই সব স্কুলে। ফলতঃই অনেক শিক্ষকই হয়ে পড়েছেন 'সারপ্লাস'। অর্থাৎ তাঁরা স্কুলে আসেন; অথচ তাঁরা যে ছাত্রদের পড়াবেন তারাই নেই ! গ্রামের স্কুলে আবার অন্য ছবি। সেখানে সিংহভাগ শিক্ষার্থীই সরকারি স্কুলে আসে। মিড ডে মিল-এ গমগম করে স্কুলের টিফিনবেলা। শ্রেণিকক্ষে উপচে পড়া ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে ও সামলাতে হিমশিম খান গুরুমশাইরা। এমন অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, যেখানে শিক্ষক আছেন সাকুল্য একজন বা দুজন। তাঁরাই ভোটার লিস্টে ডাটা এন্ট্রি করেন ; শিক্ষাশ্রী, ঐক্যশ্রীর ফর্ম ফিলাপ করেন ; মিড ডে মিল খাওয়ান; সরকারি রকমারি 'হঠাৎ নির্দেশ'-কে বাস্তবায়িত করেন ; ব্যাগ, জামা, জুতো, খাতা বিতরণ করেন এবং সময় থাকলে... পড়ান।

এরই সমাধান হিসাবে 'সারপ্লাস' শিক্ষক বদলির কথা উঠছে। আবার তা মিলিয়েও যাচ্ছে অজানা কারণে।

যোগ্য-অযোগ্য সংক্রান্ত আইনি দড়ি টানাটানি ও সরকারি অনাগ্রহে দীর্ঘদিন শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ।অসংখ্য যোগ্য মানবসম্পদ হেলায় হারিয়ে যাচ্ছে।যাদের শ্রেণীকক্ষে পাঠ দান করার কথা তাঁরাই বাধ্য হচ্ছেন রাস্তায় বসে আন্দোলন করতে। আর এসবের চক্করে পড়ে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা। দীর্ঘদিন স্কুল লাইব্রেরিয়ানদেরও নিয়োগ না থাকায় বহু মূল্যবান বই অব্যবহারে পোকায় কাটছে। ল্যাবরেটরির সহায়কদের অভাবও প্রকট। তাঁদের অভাব ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই সামলে নিলেও সেই ছাত্র-ছাত্রীদের সামলাচ্ছেন কারা! মাসিক সর্বোচ্চ তিন হাজার টাকা বেতনে নিযুক্ত অতিথি শিক্ষক শিক্ষিকারা। উচ্চশিক্ষিত এই বেকার যুবক-যুবতীরা বাধ্য হয়ে এত কম বেতনে এ কাজ করছেন। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরও হাত-পা বাঁধা। তাঁরা এই বেতন জোগাতেই নাস্তানাবুদ। শিক্ষার্থীর সংখ্যার উপর হিসাব করে প্রত্যেক বিদ্যালয় কম্পোজিট গ্রান্ড পায়। পঞ্চাশ হাজার থেকে শুরু করে এক লাখ বা তার বেশি টাকার এই অনুদান এখন অনিয়মিত। এছাড়া বিদ্যালয়ের আয় বলতে ছাত্রছাত্রীর এককালীন ভর্তি ফি। যা সরকারনির্দিষ্ট ; শিক্ষার্থী পিছু দু'শ চল্লিশ টাকা। তাই স্কুলগুলি তাদের দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজের খরচ চালাতেই ভাঁড়ে-মা-ভবানী। এখন সরকার থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সব পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয়। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাও কিছু বই পায়। উদ্যোগটি ভালো হলেও বই এর অপ্রতুলতা ও সময়ে তা ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে না পৌঁছানোয় উদ্দেশ্যসাধনে বিঘ্ন ঘটে। যেমন, এবার একাদশ দ্বাদশ পর্যায়ে সেমিস্টার পদ্ধতি শুরু হয়েছে। কিন্তু তার সিলেবাস অনুযায়ী লেখা পাঠ্য পুস্তক ও মডেল প্রশ্নপত্র পেতে পেরিয়ে গেছে বহু শিক্ষাদিবস। সমসঙ্কায় পড়েছে ছাত্র, শিক্ষক সবাই।

এমনই বহুবিধ সমস্যা সমাধানে কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ একটি অতি প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদ্ধতি। যা আগে বছরে একাধিকবার অনুষ্ঠিত হলেও বর্তমানে তা নাম-কা-ওয়াস্তে গুগল মিট- ' উজ্জীবন চর্চা '-য় সীমাবদ্ধ। এভাবেই সমগ্র বঙ্গীয় শিক্ষক সমাজ আজ শাসনের লাঠি হারিয়ে, হকের ডি এ-এর মর্যাদা ভুলতে বাধ্য হয়ে, নিজস্ব বাক-স্বাধীনতা খুইয়ে এবং নতুন প্রজন্মের সহকর্মীদের সঙ্গসুখের আশা ছেড়ে নিতান্তই অসহায় সরকারি কর্মচারী মাত্র। পূর্বতন সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সম্মোধনে যাঁরা ছিলেন 'মাননীয় শিক্ষক' ; বর্তমান শাসকের তাচ্ছিল্যময় ভাষায় তাঁরা এখন কেবলই 'মাস্টার'।

# জীবন্ত দুর্গা মঞ্চেই বধ করলেন আরজি করের ধর্ষক-খুনি অসুর-কে !

নিজস্ব সংবাদদাতা - নির্যাতিতার জাস্টিস চেয়ে প্রতিবাদ হোক,পুজোও হোক, মেয়েদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা হোক - এই তিন ভাবনা কে সামনে রেখে রবিবার ২৫ অগাস্ট নিজেদের এবারের শারদোৎসবের থিম সামনে আনল কেষ্টপুর মাস্টারদা স্মৃতি সংঘ। মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া দুর্গাপুজোর অনুদান ৮৫ হাজার টাকা এই বছর নারী সুরক্ষা তহবিলে বিনিয়োগ করছেন উদ্যোক্তারা। এই তহবিলের ৮৫ হাজার টাকায় এলাকায় নারী সুরক্ষা হেল্পলাইন ২৪×৭ চালু করা হবে,

গোটা পাড়ায় হাই ডেফিনিশন সিসিটিভি ক্যামেরা বসবে,পাড়ায় বিশেষ নাইট ক্যাব সার্ভিস চালু হবে, পাড়ার মেয়েদের বিনামূল্যে ক্যারাটে শেখানো হবে এবং রাত ১১ টা থেকে সকাল ৬ টা পর্যন্ত পাড়ায় বেসরকারি সংস্থার পর্যাপ্ত নিরাপত্তা রক্ষীর ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।থিমের ঘোষণার আয়োজন যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত রেখে এদিন প্রতীকী প্রতিবাদ এবং ন্যায় বিচারের দাবি উঠল ক্লাব থেকে।জীবন্ত দুর্গা মঞ্চেই বধ করলেন আর জি করের ধর্ষক - খুনি অসুর-কে।

# আরজি কর কান্ডে ন্যায় বিচারের দাবিতে পথে আইএসএফ

নিজস্ব সংবাদদাতা - আর জি কর হাসপাতালে ডাক্তার ছাত্রীর নৃশংস হত্যা ও ধর্ষণে ন্যায় বিচার চেয়ে সারা রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ,বিক্ষোভ আন্দোলন লাগাতার চলছে। রবিবার আইএসএফ দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড়ে এক সুবিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের করে। মিছিলটি কাঠালিয়া বাজার থেকে ঘটকপুকুর পর্যন্ত যায়। মিছিলে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। আর জি কর কান্ড ছাড়াও আনিস খান সহ প্রসেন মণ্ডল, আবু সিদ্দিক হালদার, তৌসিফ আহমেদ, ইসরাত আলম, প্রিয়াঙ্কা হাঁসদা প্রভৃতি মানুষের হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিও মিছিলে সোচ্চারে উচ্চারিত হয়। মিছিলে পথ

হাঁটেন আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা ভাঙড়ের বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী। মিছিল শেষে একটি সংক্ষিপ্ত সভায় নওসাদ সিদ্দিকী বলেন, তিলোত্তমার খুনীদের চরম শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। এই নৃশংস ঘটনার পেছনে এই রাজ্যের শাসক দলের যোগ সূত্র আছে। না হলে এত ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা কেন ? তিনি আশা করেন সিবিআই সঠিকভাবে দ্রুততার সঙ্গে তদন্তের কাজ শেষ করবে। আদালতের ওপরও আস্থা আছে। বিচারকরা নিশ্চয় ন্যায়বিচার করবেন।পাশাপাশি তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিহতের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়ার ঘোষণাকে তীব্র ধিক্কার জানান। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে এই ধরণের অভব্য আচরণ থেকে বিরত থাকতে বলেন।

# সাইকেল শেডের উদ্বোধনে গুড়াপে রচনা ব্যানার্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন - হুগলির ধনেখালি ব্লকের গুড়াপ থানার অন্তর্গত পলাশী হেমাঙ্গিনী সরোজিনী বিদ্যামন্দিরের নব নির্মিত সাইকেল

শেডের উদ্বোধন করলেন হুগলির সাংসদ রচনা ব্যানার্জি।উপস্থিত ছিলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সামসের আলি, গুড়াপ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দণ্ডীচরণ ঘোষ, উপপ্রধান মহঃ সাদিক, ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মহঃ হানিফ, হুগলি জেলা পরিষদের প্রাক্তন মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ মিজানুর রহমান, স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি লিয়াকত আলি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ধনেখালি বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবসে ধনেখালি বাসস্ট্যান্ডে আয়োজিত স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে ধনেখালি বিধানসভা এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ মোট ২০৪ জন কৃতী ছাত্র ছাত্রীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হল। উপস্থিত ছিলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র,ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

আরজি কর কান্ডের প্রতিবাদে বিজেপির স্বাস্থ্যভবন ঘেরাও অভিযান ঘিরে তুলকালাম। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে টেনে হিঁচড়ে তোলা হল প্রিজন ভ্যানে।

আরজি কর কান্ডের প্রতিবাদে পুঁইনান বাজারে বামপন্থীদের প্রতিবাদ মিছিল।

# জেলা ভিত্তিক লোকশিল্পীদের সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন - পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আয়োজনে পূর্ব বর্ধমান জেলার লোকপ্রসার প্রকল্পের ৫০০ জন নথিভুক্ত লোকশিল্পীদের নিয়ে পূর্বস্থলী ১ নং ব্লকের নজরুল মঞ্চে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল একদিনের সম্মেলন।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ,পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার,জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সহ জেলা, মহকুমা ও ব্লকের বিভিন্ন আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। সম্মেলনে বিভিন্ন সমাজ সচেতনতা ও সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্পের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয়, যাতে লোকশিল্পীরা গান তৈরি করে জনকল্যাণে প্রচার চালাতে পারে। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।এই বিশেষ মুহূর্তে পূর্ব বর্ধমান জেলার দুই গুণী শিল্পী মনিদীপা মজুমদার ও রমা মুন্সীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এই সম্মানে খুশি শিল্পীরা।লোক প্রসার প্রকল্পের অধীনে শিল্পীরা মাসে ১০০০ টাকা করে ভাতা পান এবং সরকারি ও বেসরকারি অনুষ্ঠানের জন্য লোকশিল্পী পিছু ১০০০ করে সাম্মানিক প্রদান করা হয়। পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক সহ মহকুমা আধিকারিকরা লোকশিল্পীদের সাথে সরাসরি কথা বলে তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের কথা বলেন। এই ধরনের লোকশিল্পী সম্মেলনের মাধ্যমে জেলার শিল্পীরা সরাসরি নিজের সমস্যা জানাতে পেরে খুশি।

১৫ আগষ্ট ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসে হারিয়ে যাওয়া ১৫ টি মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল ধনিয়াখালি থানার পুলিশ।

শ্রীরামপুর দীর্ঘাঙ্গি মোড়ে রবিবার মধ্যরাতে নাকা চেকিংয়ের সময় একটি স্করপিও গাড়ি থেকে দু'টি নাইন এমএম পিস্তল সহ ছ'রাউন্ট গুলি উদ্ধার করল শ্রীরামপুর থানার পুলিশ,গ্রেফতার ৫ জন।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

যথাযথ মর্যাদা ও শ্রদ্ধা সহকারে সোমবার জন্মাষ্টমীর দিন পালিত হল জামালপুরের শতাব্দী প্রাচীন চকদীঘি সারদা প্রসাদ ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতা সারদা প্রসাদ সিংহরায়ের জন্মদিন। উপস্থিত ছিলেন জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মেহেমুদ খাঁন, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী আজাদ রহমান, বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা, ছাত্র ছাত্রী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

## ধনিয়াখালী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ লিমিটেড

ঠিকানা: গ্রাম + পোঃ-ধনিয়াখালী, জেলা- হুগলী
নিবন্ধন সংখ্যা (Registration No)- ২৬ H.G., তারিখ : ১১/০৪/ ১৯৭৭

### পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ৮৩০ তারিখ ২৫/০৭/২০২৪ এবং আদেশ নং- ৯৮৮ তারিখ-২৩-০৮-২০২৮ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসারে ধনিয়াখালী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ লিমিটেড এর সদস্য/সদস্যাগণকে জানানো যাইতেছে যে আগামী ২৯/০৯/২০২৪ তারিখ (রবিবার) সকাল ১১টার সময় সমিতির বিশেষ সাধারণ সভার দিনে এই সমিতির আগামী পরিচলন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।উক্ত নির্বাচন সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ ও নির্বাচন নিঘন্ট অত্র পত্রের সঙ্গে সংযোজিত হইল।উক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম অত্র সমিতির কার্যালয় হইতে সমিতির উপবিধি, সমবায় আইন ২০০৬ ও নিয়মাবলী ২০১১ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে সহকারি রিটার্নিং অফিসার এবং তৎ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত ব্যক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হইবে। উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সমিতির সদস্যাগণকে আহ্বান করা যাইতেছে।

**নির্বাচন** -সমবায় সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর (Board of Directors) সদস্য নির্বাচন (৯ জন)+ তপশিলী জাতি/উপজাতি (১জন)+ মহিলা(২জন) = মোট ১২ জন

**এলাকা-** সমবায় সমিতির উপবিধি অনুযায়ী সদস্য ভুক্তির সম্পূর্ণ এলাকা থেকে পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হতে পারবে।

**প্রার্থীর যোগ্যতা-** প: ব: সমবায় আইন, ২০০৬ এর ৩২(৭) এবং ১৩৪ সি(১০) ও নিয়মাবলী, ২০১১ র নিয়ম ৪২ (সংশোধিনী সহ) এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইলেকশন কমিশান রেগুলেসান ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্নিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।

**নির্বাচনী নির্ঘন্ট**

| নির্বাচনী নির্ঘন্ট সুচী | সময়সুচী | স্থান |
|---|---|---|
| ১। মনোনয়ণ পত্র বিলি ও গ্রহণ | ০৯/০৯/২০২৪ হইতে ১০/০৯/২০২৪ বেলা ১১টা হইতে বৈকাল ৩টা পর্যন্ত | সমিতির অফিস |
| ২। মনোনয়ণ পত্র পরীক্ষা | ১২/০৯/২০২৪ বেলা ১১টা হইতে | সমিতির অফিস |
| ৩। বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ | ১২/০৯/২০২৪ মনোনয়ন পত্রের পরীক্ষার শেষ হবার পর | সমিতির অফিস |

| নির্বাচনী নির্ঘন্ট সুচী | সময়সুচী | স্থান |
|---|---|---|
| ৪। মনোনয়ণ পত্র প্রত্যাহার। | ১৩/০৯/২০২৪ বৈকাল ৩টা পর্যন্ত | সমিতির অফিস |
| ৫। চুড়ান্ত প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী তালিকা প্রকাশ। | ১৩/০৯/২০২৪ বৈকাল ৩টার পর | সমিতির অফিস |
| ৬।ভোট গ্রহন। | ২৯/০৯/২০২৪ সকাল ১১টা হইতে বৈকাল ৩টা পর্যন্ত | ধনিয়াখালী ১ নং প্রাথমিক বিদ্যালয় (মদনমোহনতলা সন্নিকট) |
| ৭।গণনা। | ২৯/০৯/২০২৪ ভোটগ্রহন শেষের পর | ধনিয়াখালী ১ নং প্রাথমিক বিদ্যালয় (মদনমোহনতলা সন্নিকট) |
| ৮। নির্বাচনের ফল প্রকাশ | ২৯/০৯/২০২৪ গণনার শেষে | ধনিয়াখালী ১ নং প্রাথমিক বিদ্যালয় (মদনমোহনতলা সন্নিকট) |

বিঃদ্রঃ- ১. ভোটারদের ভোটদানের সময় তার জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহ সঙ্গে আনতে হবে।
২. কোন সদস্য/ভোটার/প্রার্থী যে কোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে আনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ- ২৭-০৮-২০২৪

চঞ্চল রায়
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
ধনিয়াখালী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ লিমিটেড
এবং
সমবায় পরিদর্শক, ধনিয়াখালী ডেভেলপমেন্ট ব্লক, হুগলী

1. যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার
2. সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, ধনিয়াখালী ডেভেলপমেন্ট ব্লক
৩. প্রধান, ধনিয়াখালী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত
৪. শাখা প্রবন্ধক, Dhaniakhali H.D.C.C.B

চঞ্চল রায়
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
ধনিয়াখালী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

## এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর জখম ৩,মৃত ১

● ''আরজি করে আমাদেরই এই বাংলার কিছু পশু মাতৃ শক্তির ওপর, আমাদের একজন মহিলা ডাক্তারের ওপর পাশবিক অত্যাচার,পরিশেষে তাকে খুন করা আমাদের এই আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়া কন্যাশ্রীর গালে কোথাও কালি লেপে দিল,'' ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবসে তারকেশ্বরে সার্ভেয়ারদের সাংগঠনিক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারাক্রান্ত গলায় মন্তব্য করলেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহরায়।

● ''আপনারাই ডিমার্কেশন করার কারিগর।তাই সেই ডিমার্কেশনটা যেন অর্থের কাছে বিক্রি না হয়ে যায়। নৈতিকতাটা আপনারা যেন হারিয়ে না ফেলেন'', ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবসে তারকেশ্বরে সার্ভেয়ারদের সাংগঠনিক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নৈতিকতা বিসর্জন না দেওয়ার জন্য সার্ভেয়ারদের করজোড়ে আবেদন করলেন তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহরায়।

● জাল দলিল কারবারিদের কড়া হাতে দমন করার বার্তা দিলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র। দোষীদের কাউকেই রেয়াত করা হবে না বলে হুশিয়ারি দিলেন অসীমা পাত্র।

● জাল দলিল কান্ডে আরও এক জনকে গ্রেফতার করল ধনেখালি থানার পুলিশ। এখনও পর্যন্ত পাচ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ।ঘুঘুর বাসা ভাঙতে জাল দলিলের মাথাদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। পুলিশের ভয়ে তটস্থ জাল দলিলের কারবারিরা।

● নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র হাওড়া ব্রিজ চত্বর। আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে চার্জ করা হল কাঁদানে গ্যাস। সাঁতরাগাছি স্টেশন ও হাওড়া ময়দানে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাথর ছুঁড়ল আন্দোলনকারীরা।হাওড়া ময়দানে আন্দোলনকারীদের ছোঁড়া ইঁটের আঘাতে জখম চন্ডীতলা থানার আইসি। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে চললো পুলিশের জলকামান,ফাটল কাঁদানে গ্যাসের শেল।

● আরজি কর কান্ডে দ্রুত ন্যায় বিচারের দাবিতে সিবিআই দপ্তর ঘেরাও করারও হুঁশিয়ারি দিলেন আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।

● ঝাড়গ্রামে গর্ভবতী হাতিকে জ্বলন্ত পুড়িয়ে মারার বিরুদ্ধে কলকাতার হাতিবাগান স্টার থিয়েটারের সামনে প্রতিবাদ সভা পশুপ্রেমী ও পরিবেশ প্রেমী মানুষজনদের।

● সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদের জেরে ভাইকে খুন করল দাদা ! প্রবল চাঞ্চল্য এলাকায়।অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ।হুগলির মগড়া থানার চক বাঁশবাড়িয়া এলাকার ঘটনা।

● হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ধনিয়াখালি থানার পক্ষ থেকে বুধবার ভান্ডারহাটি বিএম হাইস্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের সাইবার ক্রাইম,নারী সুরক্ষা, বাল্য বিবাহ সহ একাধিক বিষয়ে সচেতন করা হল।

● উচ্চ প্রাথমিকে ১৪ হাজার ৫৩ পদে ৪ সপ্তাহের মধ্যে নিয়োগের সবুজ সংকেত দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

● সিবিআই সন্দীপ ঘোষকে কেন এখনও গ্রেফতার করল না,প্রশ্ন তুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

● সন্দীপ ঘোষকে সাসপেন্ড করল ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন।

● একই দিনে নবান্ন,লালবাজার,কালীঘাট অভিযানের হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী !

## নাম/ ঠিকানা পরিবর্তন

I,Subhrajit Mukherjee, S/O Swapan Kumar Mukherjee residing at Adhikari para,Gurap, Gurap,Dhaniakhali, Hooghly,712303 declared that my father Swapan Kumar Mukherjee & S Kr Mukherjee are same and one identical person and my correct address is Adhikari para,Gurap, Gurap,Dhaniakhali, Hooghly,712303 instead of VI + P.O + P.S Gurap, Gurap, Hooghly,712303 vide affidavit No.18989 dated 12/08/2024 Judicial Magistrate,1st Class,Alipore,Kolkata.

FARHAD HOSSAIN
Channel Partner
শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের জন্য যোগাযোগ করুন। 7718563194
KHANPUR HOOGHLY WEST BENGAL KHANPUR, HOOGHLY, WEST BENGAL, INDIA 712308
farhad05ster@gmail.com
www.angelone.in
AngelOne

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com